চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ০৭.০৯.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কোরআন সুন্নাহর আলোকে সমাজকে আলোকিত করতে হবে: মেয়র

চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, ধর্মের নামে সন্ত্রাস, বিভেদ ও অপব্যাখ্যা কোনোভাবেই ইসলাম অনুমোদন করে না। নবীর শিক্ষা হলো মানবতার শিক্ষা, শান্তি-শৃঙ্খলার শিক্ষা। তাই কোরআন-সুন্নাহর আলোয় আলোকিত সমাজই পারে প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নগরীর কাজীর দেউরী ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এ মাহফিলে প্রধান মেহমানের বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) মানবজাতির জন্য শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। অন্ধকার যুগে তিনি আলোর দিশা দেখিয়েছেন। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই তাঁর নাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' লেখা ছিল, যা প্রমাণ করে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। কোরআন হলো এমন এক গ্রন্থ, যার একটি অক্ষরও পরিবর্তন হয়নি।

তাই আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহকে অনুসরণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সকল নবীর কাছে আল্লাহ তায়ালা সহীফা ও কিতাব নাজিল করেছেন। তবেসর্বশেষ ও চূড়ান্ত গ্রন্থ হলো আল-কোরআন, যা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে নাযিল হয়েছে। আজকের এ মাহফিলে আমাদের অঙ্গীকার হোক— আমরা কোরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাজকে আলোকিত করব এবং বেশি বেশি দরুদ পাঠের মাধ্যমে প্রিয় নবীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করব।

এসময় তিনি উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, নবীর শিক্ষা হলো মানবতার শিক্ষা, সত্যের শিক্ষা। আসুন আমরা সবাই মিলেমিশে দেশ ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করি এবং ধর্মের নামে সন্ত্রাস ও বিভেদ রুখে দিই।এসময় আরো বক্তব্য রাখেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ অছিয়র রহমান আল কাদেরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. গিয়াস উদ্দিন তালুকদার, সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ জালাল উদ্দিন আল আজহারি। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিক সচিব মো. আশরাফুল আমিনসহ বিভাগীয় প্রধানবৃন্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। মিলাদ ও কেয়াম পরিবেশন করেন চসিকের মাদ্রাসা পরিদর্শক মাওলানা মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ চৌধুরী। অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি কর্মকর্তা মামুনুর রশীদ।

চোখের রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস জরুরি : মেয়র ডা. শাহাদাত।

চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, চোখের সুরক্ষায় রোগ প্রতিরোধই সবচেয়ে উত্তম উপায়। নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস মেনে চললে দৃষ্টিশক্তি দীর্ঘদিন ভালো রাখা সম্ভব। আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং জীবনযাত্রায় স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সমাজের সামর্থ্যবানরা যদি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায় তবে অনেক মানুষই এ ধরনের বিনামূল্যের চিকিৎসা সেবা থেকে উপকৃত হবে।"রবিবার পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে লায়ন্স ক্লাব অফ চিটাগাং বাতিঘর এর সহযোগিতায় এবং মাঝিরঘাট সমাজ উন্নয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ২০৯ জনকে বিনামূল্যে চক্ষু সেবা ও ছানি অপারেশন এর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এ কথা বলেন। চোখের যত্নে নিয়মিত সবজি, ফলমূল, ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে মেয়র বলেন, "আমরা যদি সচেতন হই এবং জীবনযাত্রায় স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়ে তুলি তবে দৃষ্টি সমস্যার ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব।" তিনি সমাজের সামর্থ্যবানদের এগিয়ে এসে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোরও আহ্বান জানান। মাঝিরঘাট মরহুম নজু মিয়া বাড়ীর সামনে আয়োজিত ক্যাম্পে মাঝিরঘাট সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি আলহাজ্ব নুর মোহাম্মদ এর সভাপতিত্বে ও পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন উপ-কমিটি সদস্য সচিব লায়ন এম এ মুছা বাবলু ও প্রচার সম্পাদক নুর জাহেদ বাবলু যৌথ সঞ্চালনায় উদ্বোধক ছিলেন লায়ন্স জেলা গভর্নর লায়ন মোসলেহউদ্দিন আহমেদ অপু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সদস্য আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন জিয়া, হাজ্বী সালাউদ্দিন, মসিউল আলম স্বপন, লায়ন্স ভাইস জেলা গভর্নর মোহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক, লায়ন্স কেবিনেট সেক্রেটারি লায়ন আবু মোর্শেদ, মাঝিরঘাট সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আয়াজ বাহাদুর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদযাপন উপ-কমিটি সদস্য সচিব হাজ্বী নুরুল আমিন। আরো উপস্থিত ছিলেন দেলোয়ার

হোসেন (বাচা), বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইলিয়াস, আলহাজ্ব দানু মিয়া, দেলোয়ার হোসেন(বাচা), আলহাজ্ব সাদেক মোহাম্মদ, হাজ্বী মোহাম্মদ ফরিদ, দিদারুল ইসলাম, সালাউদ্দিন জুয়েল, কামরুল ইসলাম, নুর জাহেদ বাবলু, এড.মাহবুব আলম, আফসার উদ্দিন, হাজ্বী নুরুল ইসলাম, রহমান হাবীব, হারুন-অর-রশিদ, মঞ্জু মিয়া, ইসমাইল, জহির মিয়া, শওকত আলী, মারুফ মির্জা, আবু রাসেল, জিয়াউদ্দিন মুন্না, রেজাউল করিম, আবু রায়হান রবিন, মোহাম্মদ জিতু, মোহাম্মদ আকিব প্রমুখ।

পরিকল্পিত চট্টগ্রাম গড়তে সব সেবা সংস্থাকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

চট্টগ্রামকে একটি আধুনিক ও পরিকল্পিত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে সিটি কর্পোরেশন, সিডিএ, ওয়াসাসহ সব সেবা সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোহোসেন।রোববার বেলা ৩টায় প্রধান নগর ভবনের কনফারেন্স রুমে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের চলমান প্রকল্পসমূহ পর্যালোচনা ও মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। সভায় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের প্রধান অতিরিক্ত সচিব কবির আহামদ, যুগ্মপ্রধান মো. হায়দর আলী, কোভিড প্রকল্পের পরিচালক জিল্লুর রহমানসহ চসিকের সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, বিভাগীয় প্রধানবৃন্দ, নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় মেয়র জানান, নগরবাসীর জীবনমানের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন প্রতিবছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৮ কোটি টাকা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ২৪ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে থাকে। অর্থাৎ বছরে প্রায় ৭২ কোটি টাকা শুধুমাত্র শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ভর্তুকি দিতে হয়। চট্টগ্রামকে একটি আধুনিক ও পরিকল্পিত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে সিটি কর্পোরেশন, সিডিএ, ওয়াসাসহ সব সেবা সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। সব সেবা সংস্থা যদি একসাথে কাজ করে তবে চট্টগ্রামকে একটি আধুনিক, টেকসই ও পরিকল্পিত শহরে রূপান্তর করা সম্ভব।সভায় মেয়র জানান, নগরীতে ১০ লাখ গাছ রোপণ, মেরিন ড্রাইভ সড়কের সৌন্দর্য বর্ধন, গ্রিন পার্ক স্থাপন এবং মনোরেল প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, `আমি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরে আমি প্রতিটা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে গিয়ে রোল কল করতাম । সবগুলো সংস্থাকে নিয়ে কাজ করায় এ বছর জলাবদ্ধতা ৫০ শতাংশ কমে গেছে। চলমান কাজগুলো শেষ হলে আগামী বছর জলাবদ্ধতা নিরসনে বড় অগ্রগতি দেখা যাবে। তবে সিটি কর্পোরেশনের আবর্জনা পরিবহন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের জন্য ৪০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন থাকলেও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তা ২৯৮ কোটিতে নেমে এসেছে, যার মধ্যে ১৬০ কোটি টাকা ৫ শতাংশ সুদে ঋণ হিসেবে নিতে হবে বলে জানানো হয়েছে আমাকে। আমরা একটি সেবা খাতনির্ভর সংস্থা, এখানে ঋণের বোঝা অযৌক্তিক। আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনতে পারলে নগরীর জলাবদ্ধতা কমে আসবে। নগরের রাস্তাঘাটের ক্ষতি করছে বন্দরের ভারী যানবাহন তাই বন্দর সচল রাখার স্বার্থে বন্দরকে যৌক্তিক ট্যাক্স দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর চট্টগ্রামের মাঠ উন্নয়ন, স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম, সৌন্দর্য বর্ধন ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম শুরু করেছি। কর্ণফলি নদীর তীরে “ওয়ান সিটি টু টাউন” প্রকল্পের আওতায় সবুজায়ন ও পার্ক করার পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া হয়েছে।

চকবাজার–ফুলতলা এলাকায় মশা নিধন ও সচেতনতা কর্মসূচিতে সিটি মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন

ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া প্রতিরোধে প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ: মেয়র ডা. শাহাদাত

চকবাজার কাঁচাবাজার থেকে ফুলতলা ব্রীজ এলাকায় মশার ওষুধ ছিটানো ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন। রবিবার বিকালে পরিচালিত এ কর্মসূচিতে স্থানীয় এলাকাবাসীর মাঝে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে সতর্কতা বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। মেয়র বলেন, নগরবাসীকে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি নিজ নিজ বাড়ি ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে হবে। মশক নিধন কার্যক্রমকে কার্যকর করতে সিটি করপোরেশনের পাশাপাশি নাগরিকদেরও ভূমিকা রাখতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিটি করপোরেশনের ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা শরফুল ইসলাম মাহি, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব শর্মা, দলীয় পক্ষে উপস্থিত ছিল এমদাদুল হক বাদশা, খোরশেদ আলম, নাসির উদ্দিন চৌধুরী নাছিম, ইব্রাহিম বাচ্চু, মোঃ কামাল উদ্দিন, জিয়াউল হক মিন্টু, মোহাম্মদ ইদ্রিস সবুজ, শেখ কামাল আলম, সাব্বির ইসলাম ফারুক, মোহাম্মদ সেলিম, মোহাম্মদ সোহেল, মোহাম্মদ জাবেদুল হকসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

পশ্চিম মাদারবাড়ী ওয়ার্ডস্থ শিশু কবরস্থান ও সৌন্দর্য্য বর্ধন কাজের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮